আবাবিলের কবলে আবরাহা

মুহাম্মদ লুতফুল হক

আবারিলের কবলে আবরাহা

মুহাম্মদ লুতফুল হক

www.amarboi.org

আবাবিলের কবলে আবরাহা

লুতফুল হক

প্রকাশক : আব্দুল ওয়াদুদ
বি. সি. বি. এস. লি.
মতিঝিল বা/এ
ঢাকা

প্রকাশকাল : বৈশাখ ১৪০০ বাংলা
এপ্রিল ১৯৯৩ ইংরেজী
জেলকদ ১৪১৩ হিজরী

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : সাবিহ উল আলম

মুদ্রণ : বাংলাদেশ কো অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

মূল্য : ৩০.০০ (ত্রিশ) টাকা

www.amarboi.org

আমাদের কথা

কত জনে কত সময় কত ভাবে পবিত্র ঘর কাবার উপর চড়াও হয়েছে। কখনো কখনো তারা সদলবলে পৌঁছে গেছে কাবার সীমান্ত অঞ্চলে। ইয়ামনের বাদশাহ আবরাহা ছিল এমনি একজন মতলববাজ বাদশাহ। সে আমলের পৃথিবীর শক্তিশালী শাসকরা তাকে সাহায্য করে। বিশাল বাহিনী নিয়ে আবরাহা কাবা ঘরের কাছাকাছি চলে আসে। কাবা ঘরের খাদেমরা প্রাণভয়ে পাহাড়ের কোলে গিয়ে আশ্রয় নেয়। কাবা ঘরকে রেখে যায় অরক্ষিত অবস্থায়।

পবিত্র কাবা আল্লাহ্‌র ঘর। আল্লাহ্ নিজেই কাবাকে হেফাজতের ব্যবস্থা নিলেন। আবাবিল নামের এক ঝাঁক ক্ষুদ্র পাখিকে পাঠিয়ে দিলেন আবরাহার বিরুদ্ধে। সেই পাখির আক্রমণেই নাস্তানাবুদ হয়ে গেল আবরাহার বিশাল বাহিনী। অক্ষত অবস্থায় থেকে গেল পবিত্র কাবা। বিশ্ববাসী জানল যে কাবার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলে না। কাবার সংগে গাদ্দারী করে কেউ টিকে থাকতে পারে না।

পবিত্র কাবা আক্রমণের এই কাহিনীকে লুতফুল হক চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন 'আবাবিলের কবলে আবরাহা' পুস্তকে। শিশু কিশোরদের কাছে পুস্তকটি ভাল লাগবে বলেই আশা করি।

মনোয়ারআহমেদ
সহ–সভাপতি
বি. সি. বি. এস. লি.

www.amarboi.org

বইয়ে কোন ত্রুটি নজরে পড়লে অথবা
উল্লেখ করার মত কোন বিষয় বাদ পড়লে
মেহেরবানী করে জানাবেন।
কৃতজ্ঞ থাকব।

www.amarboi.org

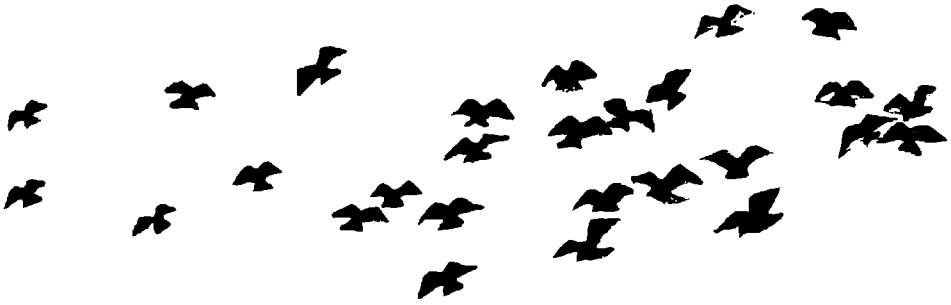

সূচীপত্র

ছোট্ট পাখি আবাবিল	৭
আবাবিলের মোকাবিলায় আবরাহা	৯
আরব ভূমিঃ আল্লাহ্‌র অপূর্ব সৃষ্টি	১১
রোমান রাজার কুমতলব	১৩
কেটে গেল ৫০০ বৎসর	১৫
আরব দখলের পাঁয়তারা	১৭
যে অত্যাচারের নজীর নেই	১৭
ইয়ামনের বাদশাহ আবরাহা	২০
কাবার পরিবর্তে আল কুলাইশ	২২
কাবা আক্রমণের পাঁয়তারা	২৪
কাবা আক্রমণ	২৭
তায়েফবাসীর কাণ্ড	২৯
মক্কা নগরীতে আবরাহার দূত	৩২
আববরাহার ছাউনীতে কুরায়শ সরদার	৩৪
কাবার দুয়ারে মুত্তালিব	৩৭
যে কথা ভোলা যায় না	৪০
কাবা আক্রমণঃ হাতি নিয়ে বিপদ	৪২
আবরাহা বাহিনীর করুণ পরিণতি	৪৪
আবরাহার পলায়ন	৪৭
সবার মুখে আল্লাহ্‌র নাম	
কুরআনের শিক্ষা	৫১

www.amarboi.org

www.amarboi.org

ছোট্ট পাখি আবাবিল

ঝাঁক বেঁধে পাখিরা উড়ছে নীল আকাশে। সমুদ্র সৈকত থেকে উড়ে আসছে মক্কার দিকে। পাখিগুলো তেমন বড় নয়। ঠিক চড়ুই পাখির মত। হয়ত তার চেয়েও ছোট। পাখিগুলো দেখতে ভারী চমৎকার। পালকগুলো সবুজ। সবুজের ওপর হলুদের পরশ। একবার নজরে পড়লে চোখ যেন আর ফেরাতে ইচ্ছে করে না।

পাখির ঝাঁক নজরে পড়তেই আবরাহা একেবারে টগবগিয়ে ওঠে। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ডানা মেলে উড়ে আসা পাখির দিকে। জীবনে কত পাখি দেখেছে। কিন্তু কই, এমন সুন্দর পাখি তো দেখেনি! নয়ন জুড়ান গায়ের রং! পাখার ঝাপটা ফেলে তালে তালে, সবাই উড়ছে একই সারিতে। কেউ আগে যাচ্ছে না, কেউ আবার পিছিয়েও পড়ছে না।

www.amarboi.org

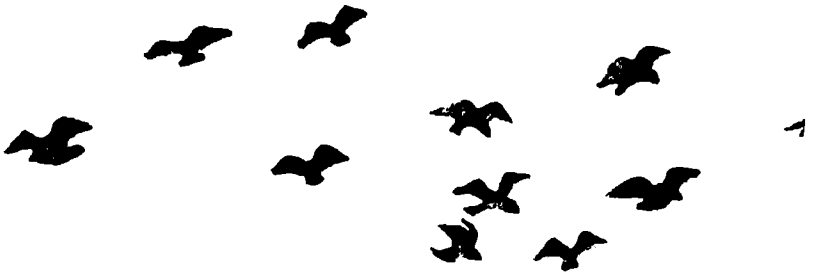

পাখিগুলো দেখতে দেখতে আবরাহা একেবারে স্বপ্নের রাজ্যে চলে যায়। সে ভাবে, পাখিগুলো কত স্বাধীন, কত মুক্ত! নীল আকাশের নীচে উড়ে বেড়ায় নিজেদের ইচ্ছামত। কোন ভয় নেই, কোন বাধা নেই।

শুধু পাখিরা কেন, আজ আমি নিজেও কি কম স্বাধীন? ষাট হাজার সৈন্যের বিরাট বাহিনী নিয়ে এগিয়ে চলেছি সামনের দিকে। এমন কেউ নেই যে আমার সামনে মাথা তুলে দাঁড়ায়, চলার পথে বাধার সৃষ্টি করে। আহা! আমার যদি পাখির মত ডানা থাকত। গতি হত পাখির মত দ্রুত! তাহলে আমিও এতক্ষণে পৌঁছে যেতাম মক্কায়। কা'বা ধ্বংস করে ফিরে আসতাম নিজের গির্জায়।

খুশীর চোটে আবরাহা নিজের হাতির গায়ে চাবুক মারে। হাতি এগিয়ে চলে জোর কদমে। কিন্তু পাখির মত অত দ্রুত গতি তার কোথায়? আবরাহা ভাবে–দূর ছাই। কি হবে গতি দিয়ে? আমার আছে প্রচুর শক্তি। কত হাতি আমার বাহিনীতে! সব পাখি একত্র করলেও তো এক হাতির সমান হবে না। একজন সৈন্য তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে সবগুলো পাখিকে। সুতরাং এত ভাবনা কিসের? কিসের এত চিন্তা?

গোটা আরব দেশে এই পাখিগুলো ঐ একবারই দেখা গিয়েছিল। এর আগে বা পরে আর কেউ দেখেছে বলে শোনা যায়নি। কেউ এই পাখির নামও জানে না। তবে পবিত্র কুরআন শরীফে বলা হয়েছে যে, এগুলো ছিল আবাবিল পাখি।

www.amarboi.org

আবাবিলের মোকাবিলায় আবরাহা

দেখতে দেখতে পাখির ঝাঁক খুব কাছে চলে আসে। উড়ে এসে যেন থমকে দাঁড়ায় আবরাহার বিরাট বাহিনীর ঠিক মাথার ওপর। পাখির ঝাঁক দেখে আবরাহার চোখে-মুখে ফুটে ওঠে হাসির ঝিলিক। সে ভাবে পাখির ঝাঁক হয়ত কা'বা আক্রমণের সংবাদ পেয়ে খুশী হয়ে ছুটে এসেছে সমুদ্রসৈকত থেকে। অভিনন্দন জানাচ্ছে আবরাহার বাহিনীকে।

সেনাপতি আবরাহার স্বপ্নের ঘোর তখনো কাটেনি।

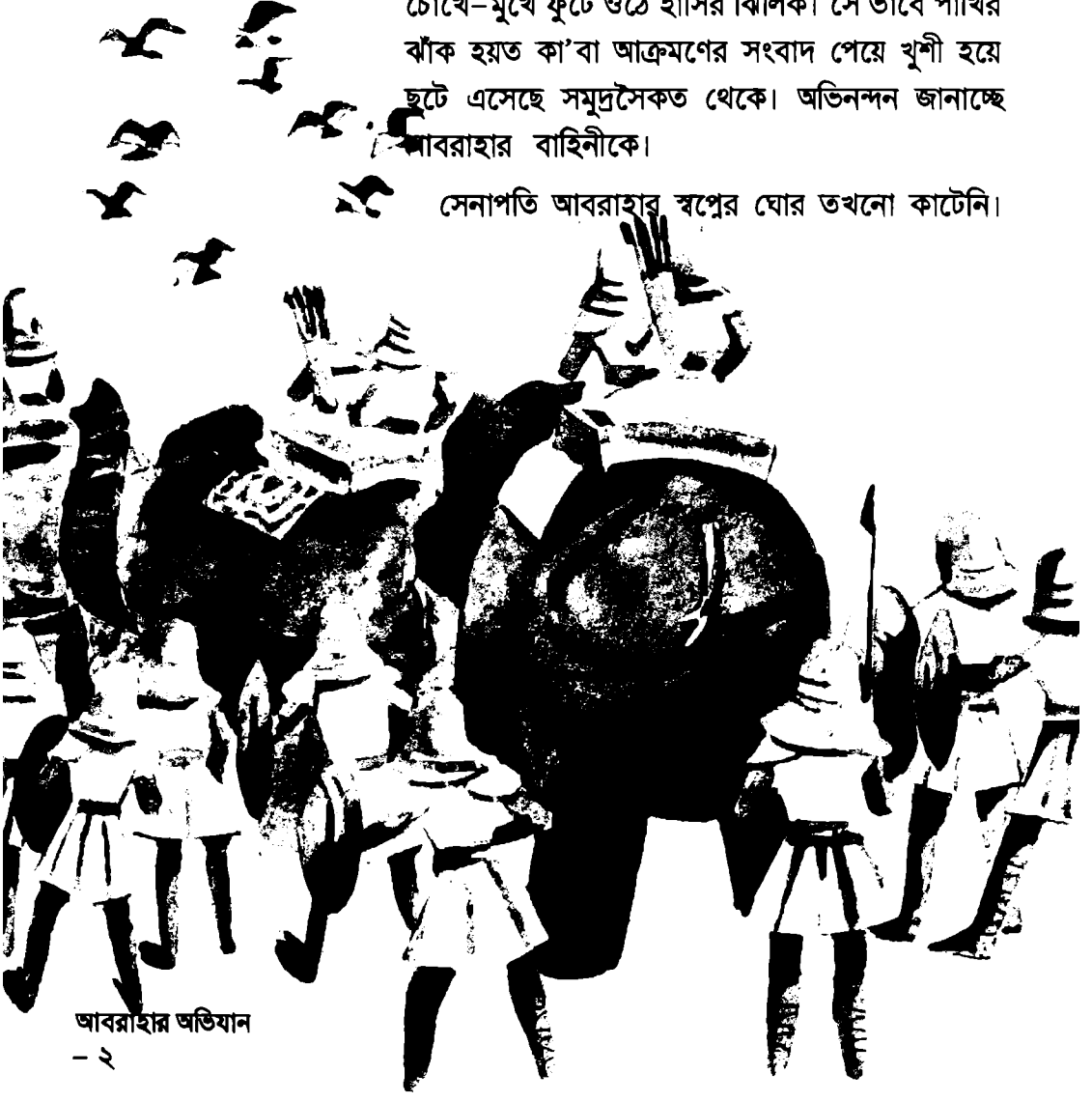

আবরাহার অভিযান

www.amarboi.org

এরি মধ্যে সারা বাহিনীতে পড়ে গেল এক তুমুল শোরগোল। কেউ লুটিয়ে পড়ল ভূমিতে। আবার কেউ শুরু করল গগন ফাটানো আর্তনাদ। ব্যথা-বেদনায় ছটফট করতে লাগল অনেকে। চারদিক থেকে ভেসে এল একই আওয়াজঃ গেলাম রে-মরলাম রে-বাঁচাও, বাঁচাও।

কিন্তু কে শোনে কার কথা? তখন যে সবারই 'চাচা আপন পরাণ বাঁচা' অবস্থা। যে যে দিকে পারল, দিল ছুট। চোখের পলকে গোটা বাহিনীতে বেধে গেল তুমুল হট্টগোল।

ভয়ে সংশয়ে আবরাহার মুখের হাসি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। শক্তিশালী হাতিটার পিঠে বসেও থর থর করে কাঁপতে লাগল সে। হঠাৎ তার মনে হল, পাখির ঝাঁক কি আমার সঙ্গে লড়তে এসেছে? আমি তাহলে হেরে গেলাম সামান্য পাখির মুকাবিলায়? এই বিশাল বাহিনী, বিরাট হাতি-এ সবই কি বিফলে গেল?

চাচা আপন বাঁচা

www.amarboi.org

আরব ভূমি ঃ আল্লাহ্‌র অপূর্ব সৃষ্টি

দেড় হাজার বছর আগের কথা। সে সময় রোমান সাম্রাজ্য ছিল খুবই বড়। তার শক্তি–সামর্থ্য প্রচুর। যেমন ছিল সেনাবাহিনী, তেমনি ছিল পদাতিক। কোন দেশ হয়ত তাদের পছন্দ হল অথবা কোন দেশের রাজা–বাদশার সঙ্গে হয়ত ঠোকাঠুকি বাধল, অমনি তারা দখল করে নিত গোটা দেশ। তাদের সামনে মাথা তুলে দাঁড়ায়, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে, এমন রাজ্য সে আমলে বড় একটা ছিল না।

দেশ জয় করতে করতে রোমানরা চলে আসে আফ্রিকা ও মধ্য এশিয়ায়। দখল করে নেয় সিরিয়া, মিসর।

অর্থ–সম্পদেও রোমানরা সবার সেরা। ব্যবসা–বাণিজ্যে খুবই পটু। সে আমলেই তারা হাজার হাজার মাইল দূরের দেশে অনায়াসে ছুটে যেত। ব্যবসা চালাত আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়ায়।

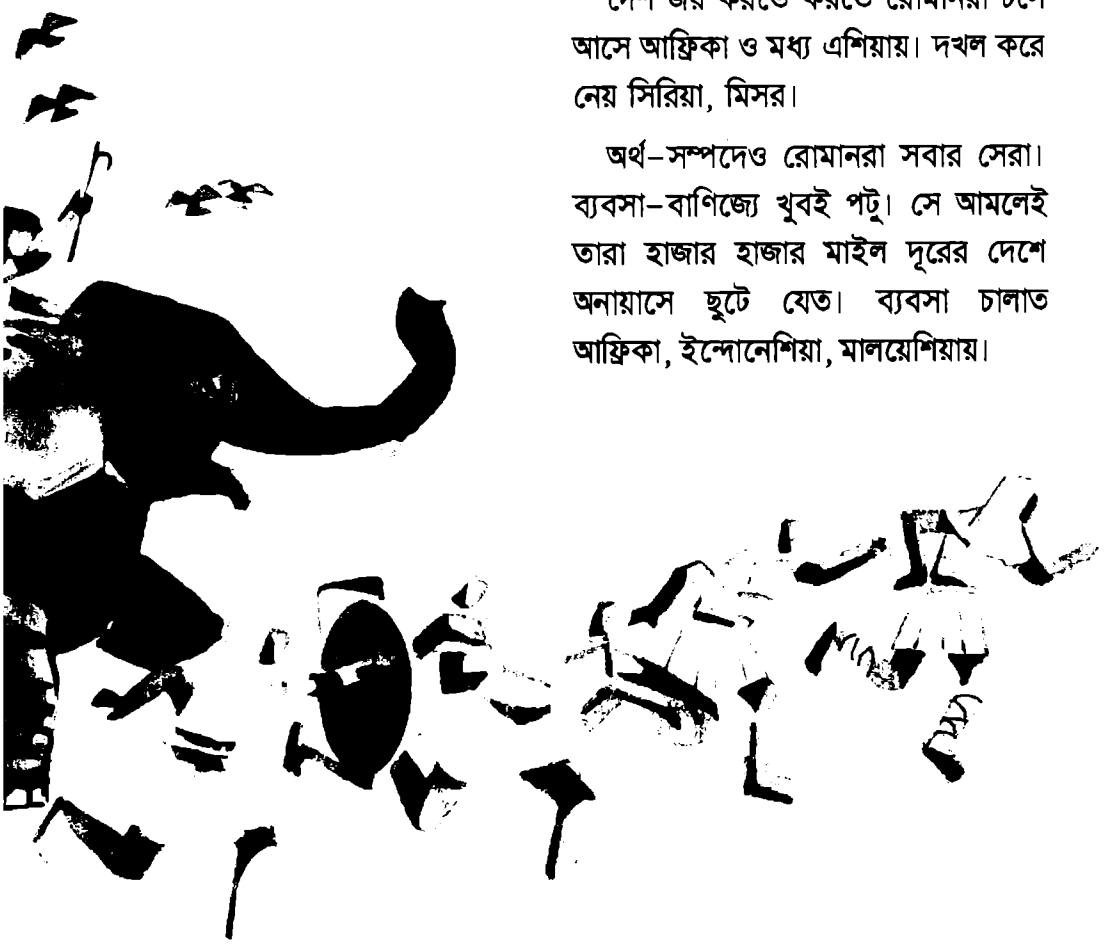

www.amarboi.org

এদিকে আরব দেশের মক্কা নগরী ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। মক্কার ওপর দিয়ে চলত সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য। ফলে মুনাফার একটা বড় অংশ থেকে যেত মক্কায়। তাছাড়া এ নগরীতে অবস্থিত কা'বা ঘর ছিল সে আমলের প্রধান তীর্থকেন্দ্র। দূর দূর এলাকার লোকেরা আসত এখানে। সেই সুবাদে আরবের লোকেরা তখন ব্যবসা করত একচেটিয়াভাবে।

মক্কাবাসীদের এমনতরো সুবিধা দেখে রোমানদের চোখ টাটাতে লাগল। তারা ভাবল, অতসব ঝামেলার দরকারটা কি? তার চেয়ে আরব ভূমিটাই দখল করে নিই না কেন? তা হলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়! মিটে যায় সমস্ত সমস্যা।

রোমান রাজার মক্কা আক্রমণ

www.amarboi.org

রোমান রাজার কুমতলব

যেমন কথা তেমন কাজ। তড়িঘড়ি করে রোমানরা গড়ে তুলল এক সেনাবাহিনী। বিরাট সে বাহিনী। সৈন্য সংখ্যা যে কত হবে তার কোন শুমার নেই। জাঁদরেল এক সেনাপতির নেতৃত্বে রওয়ানা হল আরবের দিকে। তারা প্রথমে যাবে আরবের পশ্চিম উপকূলে। সেখানে ঘাঁটি স্থাপন করবে। একটু গোছগাছ করে দেশের খবরাখবর নিয়ে আবার এগিয়ে যাবে সামনের দিকে। তারপর দখল করে নেবে গোটা দেশ।

খুশীতে রোমান সেনাদের মন বাগবাগ তখন। কত বড় তাদের বাহিনী! কত তাদের সাজগোজ! আরবদের অর্থ আছে। সম্পদ আছে। কিন্তু এই বিরাট বাহিনীর মুকাবিলা করার শক্তি কোথায় ওদের?

www.amarboi.org

দেখতে দেখতে রোমানরা চলে আসে রাজ্যের শেষ সীমানায়। এখনই ঢুকে পড়বে আরব ভূমিতে। ছড়িয়ে পড়বে সারা দেশে। দখল করবে পৃথিবীর সেরা তীর্থস্থান কা'বা শরীফ। ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থ-সম্পদ সব কিছুই তখন থাকবে রোমান সম্রাটের অধীনে।

কিন্তু আল্লাহ্‌র বিধান খণ্ডাবে কে? এমন সাধ্য কার আছে? বিরাট বাহিনীর নিখুঁত আয়োজন, দীর্ঘদিনের সাজগোজ-সবই যে এখানে বৃথা। রোমানদের বেলায়ও তাই হল। অল্প সময়ের মধ্যে রোমানদের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা দিবাস্বপ্নে পরিণত হল। তাদের হাসি-আনন্দ সব কিছু হাওয়ায় উড়ে গেল। আরবের আলো-বাতাস, আরবের মাটি ও প্রকৃতির মুকাবিলায় তারা কুলিয়ে উঠতে পারল না। সামনে যাবে তো দূরের কথা, পালাই পালাই করে পিছু হটতে শুরু করল তারা। পশ্চিম উপকূলের ঘাঁটি ছেড়ে দিয়ে চলে গেল লোহিত সাগরের দিকে।

এবারের মত আরব ভূমি বেঁচে গেল রোমানদের হাত থেকে। কা'বা ঘর রয়ে গেল আগের মত মুক্ত, স্বাধীন। আরববাসীর ব্যবসা চলতে লাগল অবাধে। এসব কিছুই সম্ভব হল আল্লাহ্‌র রহমতে।

ব্যবসা আবার জমে উঠে

www.amarboi.org

কেটে গেল ৫০০ বৎসর

রোমানরা দেশ ছেড়ে চলে গেছে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল আরববাসীরা। মক্কায় আবার মেলা বসবে। দূর দূর এলাকার লোকজন আসবে এখানে। প্রচুর লোকের সমাগম হবে। আবার তাদের ব্যবসা হয়ে উঠবে জমজমাট। কেনাবেচা চলবে পুরোদমে। আরববাসীর চোখে মুখে হাসির রেখা ফুটে ওঠে। সবাই আনন্দফূর্তিতে মেতে ওঠে। নতুন করে তারা উটের বহর সাজায়। বাণিজ্য কাফেলা বেরিয়ে পড়ে দেশ বিদেশের পথে।

অল্প সময়ের মধ্যে আরবরা বুঝল, রোমানরা একেবারে শূন্য হাতে ফিরে যায়নি। তারা লোহিত সাগর দখল করে নিয়েছে। আরবদের সেখানে যাওয়া নিষেধ। ফলে নৌ–পথের ব্যবসা বাণিজ্য চলে গেল রোমান রাজার দখলে। আরবদের জন্য খোলা থাকল শুধু স্থলপথ।

www.amarboi.org

শক্তিতে আরবরা দুর্বল। রোমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার, লোহিত সাগরকে মুক্ত করার সাহস তারা পেল না। নিরুপায় হয়ে সহজভাবে মেনে নিল তাদের তকদীরকে।

সময়ের কাঁটা ঘুরে চলে আপন গতিতে। এক বছর দু'বছর করে গড়িয়ে যায় ৫৫০ বছর। লোহিত সাগর দিয়ে বয়ে যায় প্রচুর পানি। শান্তির বাণী নিয়ে হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম এলেন ধরার বুকে। আল্লাহ্ তাঁকে নবুয়ত দান করেন। তিনি সত্যের বাণী প্রচার করেন। মানুষকে আহ্বান করেন আল্লাহ্র পথে।

বাঁধা এল ইহুদীদের কাছ থেকে। সবাই মিলে জোট বাধল। বিরোধিতা করল সাধ্যমত। এক সময়ে রাজার কাছে অভিযোগ করল হযরত ঈসা (আঃ)–এর বিরুদ্ধে। রাজা তাঁকে হত্যার নির্দেশ দেন। তখনি আসমানী সাহায্য এল আল্লাহ্র তরফ থেকে। আল্লাহ্ তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নেন। তাঁকে উদ্ধার করেন বেদ্বীনদের ষড়যন্ত্র থেকে।

এদিকে রাজার সৈন্যরা আর ইহুদীরা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। বাড়ি বাড়ি তল্লাশী করল। অবশেষে এমন একজন লোককে খুঁজে বের করল যে দেখতে অবিকল ঈসা (আঃ)–এর মত। তাকেই তারা হাতে পায়ে বেঁধে নিয়ে এল রাজার দরবারে। মহাসমারোহে ক্রুশে বিদ্ধ করে তাকে হত্যা করল।

এরপর অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটল। হযরত ঈসা (আঃ)–এর অনুসারীরা তাঁর শিক্ষাকে ভুলে গেল। আবার তারা ফিরে গেল গোমরাহীর পথে। মেতে উঠল হাজার রকমের অন্যায় অপকর্মে।

কেউ কেউ আবার কালি কলম নিয়ে বসল ইঞ্জিল শরীফ লিখতে। হযরত ঈসা (আঃ)–এর ওপর নাযিল হয়েছিল যে আসমানী কিতাব, তা বিকৃত করে দিল। নতুন করে রচনা করল তাদের ধর্মগ্রন্থ। আজকাল গির্জায়–বাজারে যে ইঞ্জিল পাওয়া যায়, তা মানুষের লেখা ইঞ্জিল। হযরত ঈসা (আঃ)–এর ওপর নাযিল হয়েছিল যে ইঞ্জিল তার কোন খোঁজ এখন আর পাওয়া যায় না।

www.amarboi.org

আরব দখলের পাঁয়তারা

লোহিত সাগর হারিয়ে আরবরা অসুবিধায় পড়ে গেল। তবে একেবারে ভেঙ্গে পড়ল না। নতুন আশা নিয়ে তারা আবার ব্যবসা শুরু করল। কাফেলা সাজিয়ে দেশ–বিদেশে প্রচুর ছোটাছুটি করল। আরবদের এই চেষ্টা সফল হল। ব্যবসা আবার জমে উঠল। কা'বা ঘরে, মক্কা শরীফে লোকজন আসতে লাগল আরো বেশী করে।

আরবদের আয়–উন্নতি দেখে রোমানদের ঈর্ষা বেড়ে গেল। আবার তারা আরবভূমি দখলের পাঁয়তারা শুরু করল। দিন ঘুরে মাস আসে, মাস ঘুরে বছর। রোমানরা তবু হাল ছাড়ে না। সময় গুণতে থাকে অধীর আগ্রহে। ওঁৎ পেতে বসে থাকে সুযোগের অপেক্ষায়। দিনে দিনে তাদের শক্তিকেও বাড়িয়ে তোলে বহু গুণে।

যে অত্যাচারের নজীর নেই

এদিকে ঘটে গেল আরেক কাণ্ড! আরব আক্রমণের একটি মওকা পেয়ে গেল রোমানরা। আরব ভূমির পূর্বদিকের একটি এলাকার নাম ইয়েমেন। যুনওয়াশ ছিল এদেশেরই রাজা। পাষাণের মত শক্ত তার হৃদয়। পুতুল পূজা, মূর্তি পূজায় ভীষণ নেশা। খৃষ্টানদের সে দু'চোখে দেখতে পারত না। কারণে অকারণে সে খৃষ্টানদের কষ্ট দিত। নানাভাবে জ্বালাতন করত। একবার সে ইয়েমেনে বিরাট একটি চুল্লী তৈরী করে। শুকনো কাঠ–খড় দিয়ে চুল্লীটি ভর্তি করে আগুন ধরিয়ে দেয়। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন। আগুনের তেজ এত বেশী হয় যে, চুলার ধারে কাছে কেউ যেতে পারে না।

www.amarboi.org

www.amarboi.org

রাজার এমন আজগুবি কাণ্ড দেখে সবাই হতবাক! পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে, বাড়িতে এ নিয়ে কানাঘুষা চলে। কেউ আবার ভয়ে ভয়ে কাঁপতে থাকে। কিন্তু রাজার মতলব কেউ বুঝে উঠতে পারে না।

দিন কয়েক পরেই বোঝা গেল আসল ব্যাপারটা। রাজার লোকজন ততক্ষণে ছড়িয়ে পড়েছে দেশের আনাচে-কানাচে। বেছে বেছে ধরে আনছে খৃস্টান প্রজাদের। চুলার আগুনে সবাইকে সে পুড়িয়ে মারবে। তাদের আর্ত চীৎকারে কেঁপে উঠে ইয়েমেনের আকাশ-বাতাস। তবু অত্যাচারী রাজার হৃদয় গলে না। সৈন্যরা বন্দী খৃস্টানদের হাত-পায়ের বাঁধন খুলে ছুঁড়ে মারে চুলার আগুনে। চোখের পলকে সবাই জ্বলে পুড়ে অংগার হয়ে যায়। এভাবে সে হত্যা করে ২০ হাজার খৃস্টানকে।

এদের মধ্যে দু'জন খৃস্টান কোন্ ফাঁকে যেন পালিয়ে যায়। মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যায় ভাগ্যের জোরে। ধরা পড়ার ভয়ে

www.amarboi.org

রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যায় বহু দূরে। আশ্রয় নেয় সিরিয়ার রোমক শাসকের দরবারে। রোমক রাজাকে খুলে বলে সমস্ত কথা। এত সব কথা শুনে রোমক রাজা ভীষণ রেগে গেল। মনে মনে ওয়াদা করল, যে করেই হোক যুনওয়াশকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।

রোমক রাজা পরামর্শ করল উজির–নাজির–সেনাপতি সবার সংগে। খুলে বলল তার মনের কথা। সঙ্গী সাথীরা বলল–সিরিয়া থেকে ইয়েমেন অনেক দূরে। এখান থেকে বাহিনী পাঠিয়ে বড় একটা সুবিধা হবে না। তার চেয়ে বরং এক কাজ করলে হয় না?

রাজা বললঃ থামলেন কেন? বলুন, কি আপনাদের পরামর্শ?

ঃ আমরা বলছিলাম আবিসিনিয়া থেকে ইয়েমেন খুবই কাছে। সেখানকার রাজাও খৃষ্টান। যুনওয়াশ–এর বিরুদ্ধে সে–ই তো কিছু একটা ব্যবস্থা নিতে পারে।

ঃ উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু সে যদি সম্মত না হয়? অসুবিধা মনে করে?

ঃ অসুবিধা মনে করার কি আছে! আমরা তো আছি তার সংগে।

ঃ ঠিক আছে, তাই হোক।

ইয়ামনের বাদশাহ আবরাহা

রোমক রাজা দূত পাঠালেন আবিসিনিয়ায়। দূতের মুখে আবিসিনিয়ার রাজা জানতে পারে যুনওয়াশ–এর অত্যাচারের কাহিনী, রোমক রাজার সিদ্ধান্তের কথা। অমনি সে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে। যুনওয়াশ–এর বিরুদ্ধে ক্ষেপে গেল ভীষণভাবে। অল্প সময়ের মধ্যে গড়ে তুলল বিরাট বাহিনী। বাড়তি সহযোগিতা পেল রোমক শাসকের কাছ থেকে। আজইয়াত ছিল এই বাহিনীর সেনাপতি।

www.amarboi.org

ইয়ামনের বাদশাহ আবরাহা

www.amarboi.org

আজইয়াত তার বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হল আরবের দিকে। সাগর পাড়ি দিয়ে আজইয়াত পা রাখল আরবের মাটিতে। অল্প সময়ের মধ্যে তারা দখল করে নিল ইয়েমেন।

আবরাহা ছিল বাহিনীর একজন সৈনিক। সে ছিল ভীষণ রকমের উচ্চাভিলাষী। হঠাৎ তার সখ হল সেও একজন সেনাপতি হবে। এর পর থেকেই শুরু হল গোপন ষড়যন্ত্র, দল পাকান, কানাঘুষা। একে একে অনেকেই গিয়ে যোগ দিল তার সংগে। সুযোগ বুঝে সে আজইয়াতের সংগে বাধিয়ে দিল এক গণ্ডগোল। সফল হল আবরাহার আয়োজন। অল্প সময়ের মধ্যে দু'দলে বেধে গেল গৃহযুদ্ধ। নিহত হল আজইয়াত। আবরাহা দখল করে নিল সমস্ত ক্ষমতা। নিজেকে ঘোষণা করল সেনাপতি হিসেবে। সুযোগ বুঝে একদিন আবরাহা বসে পড়ল সিংহাসনে।

কাবার পরিবর্তে আল কুলাইশ

এবার আবরাহার নজর পড়ল মক্কার কা'বার ওপর। অতি পবিত্র ঘর এই কা'বা। কা'বা ঘরের নাম জানত না সে আমলে এমন লোক বড় একটা খুঁজে পাওয়া যেত না। প্রতি বছর হাজার হাজার লোক এসে ভীড় করে এখানে। যারা আসে মক্কার লোকেরা তাদের বড় একটা আদর যত্ন করে না। তবু তারা ছুটে আসে প্রাণের তাগিদে। এমন কি ইয়েমেনের লোকেরাও ছুটে যায় কা'বার প্রান্তরে। কেউ যায় পায়ে হেঁটে, কেউ বা ঘোড়া বা উটের পিঠে সওয়ার হয়ে।

কা'বার কথা মনে হলেই আবরাহার গা শির শির করে। সারা গায়ে যেন আগুন ধরে যায়! মনে মনে শপথ নেয়–যে করেই হোক কা'বাকে হাতে আনতেই হবে। অনেক ভেবে–চিন্তে সে স্থির করল, রাজধানী সানায় একটি গির্জা তৈরী করবে। এই গির্জা হবে বিশ্বের সেরা তীর্থস্থান।

মন্ত্রীকে সে ডেকে বললঃ আমার ইচ্ছা রাজধানীতে এক গির্জা তৈরী করা হোক। কাজটি করতে হবে অতি দ্রুত। গির্জাটি হবে কা'বার চেয়ে বড়। সাজগোজ কারুকাজ

www.amarboi.org

হবে খুবই চমৎকার। দেখে যেন চোখ জুড়ায়। টাকা পয়সা মালসামানার কোন চিন্তা নেই। যা লাগে দেব আমি। কিন্তু আমি কাজ চাই মনের মত।

রোমান রাজাকে সে জানিয়ে দেয় এই ইচ্ছার কথা। কা'বাকে হার মানানোর কথা শুনে

নতুন গির্জা আল কুলাইশ

www.amarboi.org

তারাও খুশী হয়। আবরাহাকে উৎসাহ দেয় নানাভাবে। আবরাহা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বিরাট আয়োজন করে গির্জার নির্মাণ কাজ শুরু করে। দেশের সমস্ত ভাল ভাল কারিগরদের নিয়োগ করে এই কাজে। দেশ-বিদেশ থেকে নিয়ে আসে মাল-সামানা, টাকা-পয়সা। দেখতে দেখতে গির্জার নির্মাণ কাজ শেষ হল। গির্জার নাম রাখল আল-কুলাইশ।

গির্জাটি দেখে আবরাহার মনে আনন্দ আর ধরে না। মনে মনে হাসে আর ভাবে, মক্কার কা'বা এবার যাবে রসাতলে। এমন সুন্দর গির্জা রেখে মানুষ কা'বা যাবে কোন দুঃখে! আবরাহা ঘোষণা দিল, ইয়েমেনের কোন লোক কা'বায় যেতে পারবে না। আল-কুলাইশ হবে সকলের কা'বা। সবাই আসবে এখানে। আবরাহা শুধু ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত হল না। তীর্থযাত্রীদের থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করল। আদর-যত্ন করল সাধ্যমত।

এতো কিছুর পরেও আল-কুলাইশে লোকজনের তেমন সমাগম হল না। হতাশ হল আবরাহা। বুঝল, দুনিয়ার আদি ইবাদতগাহ কা'বাকে লোকে ভুলতে পারছে না। কাবা থাকতে ইয়েমেনের গির্জায় লোক আসতে চাইবে না। আবরাহা এবার কা'বা ধ্বংসের কাজে মেতে উঠল।

কাবা আক্রমণের পাঁয়তারা

আবরাহা মনে মনে ভাবে এই কা'বাই সমস্ত সর্বনাশের মূল। কা'বার কারণেই সমস্ত চেষ্টা বিফলে গেছে। কা'বার জন্যেই আল-কুলাইশের কথা কেউ ভুলেও মনে আনে না। হ্যাঁ, এই কা'বাকে ধ্বংস করতে হবে। মিশিয়ে দিতে হবে মাটির সংগে। তাহলেই চুকে যাবে সমস্ত ঝামেলা। কিন্তু আক্রমণ করতে চাইলেই তো আর আক্রমণ করা যায় না। ছোট হোক, বড় হোক একটি অজুহাত তো থাকা চাই।

www.amarboi.org

হঠাৎ করেই সুযোগ এসে গেল। আল-কুলাইশে ঘটে গেল এক দুর্ঘটনা। একদিন গির্জার পুরোহিত গির্জায় ঢুকে তো একেবারে থ! নিজের চোখকে সে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। মাথায় হাত দিয়ে সে বসে পড়ে। চীৎকার দিয়ে বলে ওঠে সর্বনাশ, গির্জাকে কে এমনভাবে অপবিত্র করল? তোমরা কে কোথায় ছিলে?

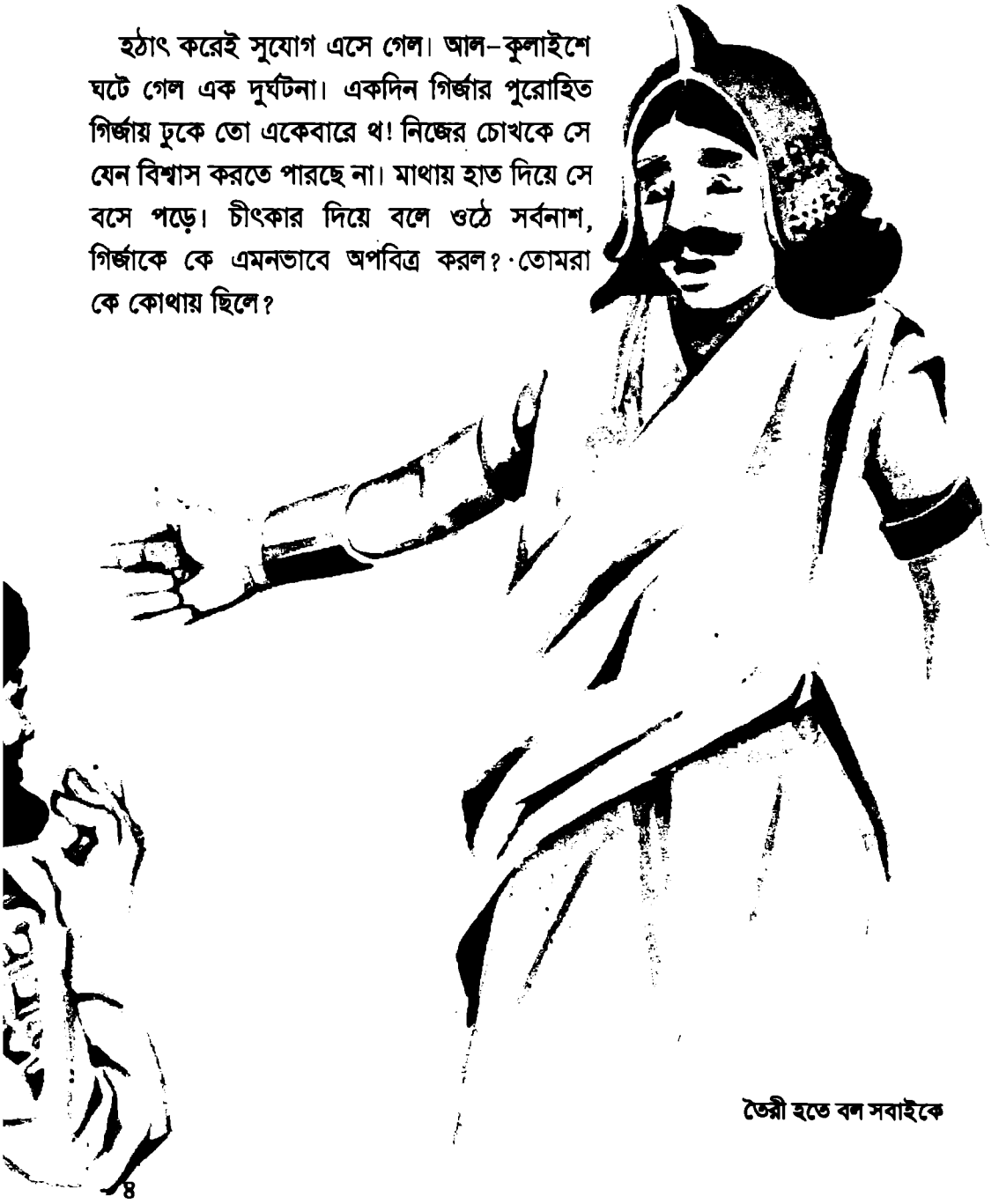

তৈরী হতে বল সবাইকে

www.amarboi.org

পুরোহিতের চীৎকার শুনে অন্যরাও এসে জড়ো হল সেখানে। দেখল গির্জার এক কোণে কে যেন পায়খানা করেছে। কিন্তু এমন কাজটি কে করল? কার বুকে ছিল এতখানি সাহস?

শুরু হল নানান জল্পনা-কল্পনা। একজন বলল, আরে লোকটা ছিল একেবারে বুড়ো থুড়থুড়ে। বাইরে যাওয়ার সময় পায়নি। তাই গির্জায় বসেই পায়খানা করেছে।

কেউ কেউ বলল, আরে ভাই ওসব কিছু না। শোননি আরবদের কথা? তারা নাকি আমাদের গির্জার নামই শুনতে পারে না। তারাই করেছে এই অপকর্ম। আল-কুলাইশকে অপবিত্র করাই তাদের উদ্দেশ্য।

চুপে চুপে কেউ কেউ বলল, আমার মনে হয় কি জান? ওটা আসলে আমাদের দেশের লোকেরাই করেছে। কা'বার বিরুদ্ধে লোকজনকে ক্ষেপিয়ে তোলাই ওদের মতলব।

বাতাসের বেগে এই ঘটনা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। এক কান দু'কান হতে হতে বাদশাহ আবরাহার কানে গিয়ে পৌঁছল এ কথা। আবরাহা ভাবল-যে যাই বলুক-আসলে এটাই উপযুক্ত সময়। এ সুযোগেই মক্কা আক্রমণ করতে হবে। ধ্বংস করে দিতে হবে কা'বাকে।

আবরাহা রাগে গজগজ করতে করতে বেরিয়ে এল রাজপ্রাসাদ থেকে। মন্ত্রী সেনাপতিকে ডেকে বলল, এ সবকিছুই মক্কার কুরাইশদের শয়তানী। অনেক সয়েছি, আর নয়, এবার ওদের উচিত শাস্তি দিতে হবে। যাও, ঢাক-ঢোল বাজিয়ে খবর দাও। তৈরী হতে বল সবাইকে।

www.amarboi.org

কাবা আক্রমণ

৫৭০ সাল। যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন শেষ। মোটা-তাজা একটা হাতি বেছে নিল আবরাহা। হাতির পিঠে সওয়ার হয়ে এগিয়ে চলল সামনের দিকে। সৈন্য পরিচালনার ভার রাখল নিজের হাতে। সঙ্গে নিল ৬০ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী, ১৩টি হাতি, প্রচুর মাল-মসলা, রসদ-সামগ্রী। দুনিয়ার রাজা-বাদশাহরা যে কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে, যে কা'বার ধারে কাছে দিয়ে কেউ যেতে পারেনি, সেই কা'বাকে আবরাহা দখল করবে। ভেঙে ফেলবে, গুড়িয়ে দেবে মাটির সংগে।

সে আমলে আরবের লোকেরা ছিল ছোট ছোট অসংখ্য দলে বিভক্ত। প্রতি দলে থাকত একজন দলপতি। দলপতিদের মধ্যেও কোন মিল ছিল না। সারা আরবে এমন কোন নেতা ছিল না, যার কথায় সবাই ওঠে আর বসে। এই বিপদের সময়েও তারা একত্র হতে পারল না।

যুনফর ছিল আরবের একটি গোত্রের সরদার। আবরাহার অভিযান সম্পর্কে সে কিছুই জানত না। হঠাৎ করেই একজন এসে বলল, যুনফর, আজ বাদে কালই আবরাহা এসে পৌছবে তোমার মহল্লায়। সে যাবে কা'বায়। আগে ভাগেই কেটে পড়। নইলে বিপদ আছে।

অমনি গর্জে ওঠল যুনফর। হুংকার ছেড়ে বলল, আমাদের এলাকা দিয়ে হেঁটে যাবে আমাদেরই প্রাণের কা'বা ধ্বংস করতে? এ যে মস্ত বড় অপমানের কথা। এত অপমান নিয়ে কী করে বেঁচে থাকব?

যুনফর আর ভাবতে পারে না। ভেতরটা তার মোচড় দিয়ে ওঠে। মনে মনে ঠিক করে-কপালে যাই থাকুক, আবরাহার বাহিনীকে বাধা দিতেই হবে।

গোত্রের লোকজন নিয়ে যুনফর তৈরী হল। সুবিধামত জায়গায় দাঁড়িয়ে আবরাহার বাহিনীকে বাধা দিল। কিন্তু বিরাট বাহিনীর মুকাবিলায় যুনফর বেশীক্ষণ টিকতে পারলো না। অল্প সময়ের মধ্যেই সে পিছু হটতে বাধ্য হল।

www.amarboi.org

বিজয়ীর বেশে এগিয়ে চলল আবরাহা। কিন্তু বেশী দূর সে এগুতে পারল না। অল্প সময়ের মধ্যে সে পড়ে গেল এক মহাসমস্যায়। আরব মুলুকে সে কখনও আসেনি। কোন্ পথে কোন্ দিক দিয়ে যেতে হয় তা সে জানে না। দলের লোকেরাও আরব ভূমিতে এই প্রথম। আবরাহার বাহিনীর নাম শুনতেই আশেপাশের লোকেরা ছুটে পালায়। এমন কাউকে পাওয়া গেল না, যে পথ দেখিয়ে দেয়। আবরাহা তবু বসে নেই। অনুমানে সে পথ চলতে থাকে।

রাহাবার নুফাইল

www.amarboi.org

কিছুদূর যেতে না যেতেই আবরাহা আবার বাধা পেল। এবার তাকে বাধা দিল নুফাইল। নুফাইল গোত্রের লোকজন নিয়ে আবরাহার পথ রুখে দাঁড়াল। কিন্তু সেও বেশী সুবিধা করতে পারল না। পরাজিত হল আবরাহার কাছে। বন্দী হল নুফাইল।

আবরাহা নুফাইলকে ডেকে বলল–নুফাইল, তোমাকে জানেও মারব না, ছেড়েও দেব না। তোমাকে যেতে হবে আমাদের সঙ্গে। আমরা পথ ঘাট চিনি না। তুমি আমাদের মক্কার পথ দেখিয়ে দেবে। নইলে তোমার গর্দান যাবে।

নুফাইল দেখল, বড় নিষ্ঠুর মানুষ আবরাহা। পাষাণের মত কঠিন তার হৃদয়। কারো বুকে ছুরি চালাতে তার হাত কাঁপে না। বিবেকে বাধে না অন্যায়ভাবে গলা টিপে কাউকে হত্যা করতে। আবরাহার হাত থেকে পালিয়ে যাওয়ারও কোন পথ নেই।

নিরুপায় হয়ে নুফাইল আবরাহার প্রস্তাবে রাজী হল। এক পা দু'পা করে স্যামনের দিকে এগিয়ে চলল পথ প্রদর্শক হিসেবে।

তায়েফবাসীর কাণ্ড

নানা পথ ঘাট দেখিয়ে নুফাইল তাদের নিয়ে এল তায়েফের প্রান্তরে। অল্প সময়ের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেল আবরাহার আগমন সংবাদ। অজানা এক আতংক ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। দুরু দুরু কাঁপন ধরল তায়েফবাসীদের অন্তরে। বাছাবাছা সরদাররা বসল পরামর্শ সভায়। নানা জনে নানান কথা বলল–আবরাহার মুকাবিলা করার সাধ্য আমাদের নেই। চল, আমরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাই।

ঃ যদি সে আমাদের পিছু ধাওয়া করে?

ঃ পালিয়ে না হয় গেলাম। কিন্তু বিষয় সম্পদের কী হবে? কে এগুলো পাহারা দেবে?

ঃ ইবাদতগাহের কথা একবারও ভেবে দেখেছ কি? সে তো খৃষ্টান। রাগের মাথায় যদি আমাদের ইবাদতগাহ ভেঙে ফেলে?

www.amarboi.org

অনেক প্রস্তাব এল। কথা কাটাকাটি হল প্রচুর। অবশেষে তারা স্থির করল–দলের সরদাররা আবরাহার সঙ্গে দেখা করবে। উপহার, উপঢৌকন দিয়ে তার সঙ্গে আপোস করবে।

সুযোগ বুঝে সরদারদের একটি দল এসে দেখা করল আবরাহার সংগে। তাকে স্বাগত জানিয়ে বলল–আবরাহা, আপনি তো যাবেন মক্কায়। মক্কা দখল করবেন। কা'বা ধ্বংস করবেন। আমাদের সংগে আপনার কোন বিরোধ নেই। আপনার কি সাহায্য লাগবে বলুন। আমরা সব ব্যবস্থা করব। তবুও আমাদের কোন ক্ষতি করবেন না। আমাদের গোত্রের ইবাদতগাহ নষ্ট করবেন না।

তায়েফবাসীর কাছ থেকে আবরাহা কি নেবে? তার তো কোন অভাব নেই। লোকজন, খাদ্য–খাবার সব কিছুই আছে অঢেল পরিমাণে। একটা ভয় অবশ্য আবরাহার

পরামর্শ করে তায়েফের সরদাররা

www.amarboi.org

মনে তখনও উসখুস করছিল। শত্রুপক্ষের লোক নুফাইল। বেকায়দায় পড়ে সে আবরাহার রাহবার হিসাবে কাজ করতে রাজী হয়েছে। আবরাহা তাকে একদম বিশ্বাস করতে পারছে না। সব সময় ভয় হয়–এই বুঝি সে সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথ ধরল! পাহাড়–পর্বত ডিঙ্গিয়ে তাকে নিয়ে গেল কোন দুর্গম রাস্তায়। খানিকটা ভেবে চিন্তে আবরাহা স্থির করল, তায়েফ থেকেই নিতে হবে নতুন একজন রাহাবার এবং সে হবে নির্ভরযোগ্য। পথ ঘাট থাকবে তাঁর নখদর্পণে।

প্রস্তাব শুনে তায়েফের সরদাররা তো ভীষণ খুশী! মনে মনে বলল–যাক, তবু অল্পতেই আপোষ করা গেল। আবু রিগালকে তারা পাঠিয়ে দিল আবরাহার সংগে। আবু রিগালও খুশি মনে যোগ দিল আবরাহার দলে।

তায়েফবাসীর এই আচরণে মক্কার লোকেরা ভীষণ ক্ষেপে গেল। চীৎকার করে বলে উঠল, কি? আদি ঘর কা'বার শত্রুর সঙ্গে মিতালী! আবরাহার সঙ্গে আপোস! ওরে বেওকুফ, স্বার্থপরতারও তো একটা সীমা আছে। বেয়াদবীরও তো একটা মাত্রা আছে। ঠিক আছে–ছিন্ন কর ওদের সংগে সমস্ত সম্পর্ক। বন্ধ করে দাও সমস্ত ওঠা বসা।

তায়েফবাসীদের সংগে মক্কার লোকদের এ বিরোধ চরম সীমায় পৌঁছে। কথায় কথায় তারা তায়েফের লোকদের অভিশাপ দেয়। বলে, তায়েফের লোকেরা তো স্বার্থপর, বেঈমান। সারা জাতি যেখানে বিপদের মুখে, সেখানে তারা শত্রুর সংগে আপোস করে কিভাবে? কিভাবে তারা কা'বাকে বাদ দিয়ে লাত–মানাতের মন্দির নিয়ে মেতে ওঠে? কোন্ সাহসে তারা কাবার বিরুদ্ধে আবু রিগালকে পাঠায়?

দুর্ভাগ্য আবু রিগালের! বড় আশা নিয়ে আবরাহার বাহিনীতে যোগ দিলেও সে মক্কা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। মাঝ পথেই মারা যায়। মক্কা থেকে খানিকটা দূরে আল–মুগামাস নামক স্থানে তাকে পুঁতে রাখা হয়।

রিগালের মৃত্যুতে আরবের লোকেরা খুব খুশী হয়। কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে অভিশাপ দেয়। রাগ করে কবরের ওপর পাথর মারে। আরব দেশে এই নিয়মটি দীর্ঘদিন চালু ছিল।

www.amarboi.org

মক্কা নগরীতে আবরাহার দূত

তায়েফ পার হয়ে আবরাহার বাহিনী এসে পৌঁছল আরাফাত প্রান্তরে। আর একটু পথ এগুলেই তারা পৌঁছে যাবে কা'বা ঘরে। আবরাহার লোকদের তখন সে কী আনন্দ! খুশীর চোটে তাদের যেন ডিগবাজি খাওয়ার পালা। কেউ কেউ আবার দল বেঁধে সেনাছাউনি থেকে বেরিয়ে আসে। নিশ্চিত মনে ঘুরে বেড়ায় আশেপাশের তল্লাটে। একদল এসে দেখে, মাঠের এক কোণে বেশ কতকগুলো উট। উটগুলো যেমন নাদুস-নুদুস, তেমনি মোটা তাজা। উটগুলো দেখে তাদের ভারী লোভ হল। সবগুলো উট ধরে নিয়ে গেল নিজেদের সেনাছাউনিতে।

এদিকে আবরাহা একজন দূত পাঠিয়ে দেয় মক্কা নগরীতে। বলে দেয়, তুমি দেখা করবে মক্কার সরদারের সংগে। তার কাছে পৌঁছাবে আমার পয়গাম।

আবরাহার দূত বেরিয়ে পড়ল সরদারের খোঁজে। যাকে দেখে তাকে বলে-কে তোমাদের সরদার?

ঃ সে কোথায় থাকে?

ঃ এখন তাকে বাড়ি পাওয়া যাবে তো?

অনেক খোঁজাখুজির পর দূত এসে হাজির হল কোরেশ সরদার মুত্তালিবের বাড়িতে। মুত্তালিব তখন বসেছিলেন বাড়ির দহলিজে। ভাবছিলেন সাত পাঁচ নানান কথা। তিনি কোরেশদের নেতা। কা'বার চাবি তার হাতে। কা'বা রক্ষার দায়িত্ব তাঁর। কিন্তু কী করে তিনি আবরাহার মুকাবিলা করবেন? এত শক্তি তাঁর কোথায়?

দূত বলল, শুনুন হে সরদার, আমাকে আবরাহা পাঠিয়েছেন আপনার কাছে। আপনার জন্য এনেছি আমাদের সেনাপতির পয়গাম।

ঃ তুমি আবরাহার লোক? কা'বা ঘর ধ্বংসের নেশায় তুমিও তাহলে মেতে উঠেছ? তা কী খবর নিয়ে এসেছ?

www.amarboi.org

ঃ আমাদের সেনাপতি তোমাদের সংগে লড়াই করতে আসেন নি। তিনি এসেছেন কা'বা ধ্বংস করতে। তোমরা যদি তাকে বাঁধা না দাও, চুপচাপ বসে থাক ঘরের কোণে, তাহলে কোন ভয় নেই। তোমাদের মাল, বিষয়-সম্পদ সবকিছু নিরাপদে থাকবে।

এমন সময় পাশের বাড়ির ছেলেটি এসে হাজির হল সেখানে। আবদুল মুত্তালিবকে

www.amarboi.org

বললঃ আপনার উটের খবর শুনেছেন? আবরাহার লোকেরা সবগুলো উট ধরে নিয়ে গেছে। উটগুলো এখন আছে সেনা ছাউনিতে।

উটের খরব শুনে মুত্তালিব অসন্তুষ্ট হলেন। দূতকে বললনঃ কি ব্যাপার হে! তোমরা না এসেছ কা'বা ধ্বংস করতে, কিন্তু বোবা উটগুলো তোমাদের কি ক্ষতি করেছে? উটগুলোকে কেন ধরে নিয়ে গেলে?

সরদারের কথা শুনে দূত খুব অবাক হল। মনে মনে বলল–একটু পরেই আমরা কা'বা আক্রমণ করব। কেড়ে নেব ঘরের চাবি। ভেংগে ফেলব দরজা–জানালা, দেয়াল–ছাদ। অথচ সরদারের একটুও চিন্তা নেই! সে কি না এখনো বলছে ন্যায়–অন্যায়ের কথা। এ তো ভীষণ সাহসী পুরুষ। দূত ঘাবড়ে গেল। ভেতরে ভেতরে বেশ খানিকটা ঘেমে উঠল। নত মস্তকে বলল, আপনি চলুন আমাদের ছাউনীতে। আমাদের সেনাপতির সংগে দেখা করবেন, বুঝিয়ে বলবেন সমস্ত ব্যাপারটা। আমার মনে হয় তাতে ভালই হবে।

আববরাহার ছাউনীতে কুরায়শ সরদার

আবদুল মুত্তালিব কি যেন একটু ভাবলেন। তাও মুহূর্তের জন্য। তারপর তিনি রওয়ানা হলেন দূতের সংগে। সোজা হাজির হলেন আবরাহার তাঁবুতে।

আবরাহা বলল, আপনি কী মনে করে এসেছেন?

আবদুল মুত্তালিব বললেন, আপনার সেনারা আমার উটগুলো লুট করেছে, সেগুলো ফেরত দিন।

মুত্তালিবের কথা শুনে আবরাহা একেবারে তাজ্জব হয়ে যায়! মনে মনে ভাবে, বলে কী লোকটা! দেশের কথা, দশের কথা বাদ দিয়ে, কা'বার কথা ভুলে গিয়ে সে কিনা

www.amarboi.org

সরদার রওয়ানা হলো দূতের সংগে।

www.amarboi.org

বলছে উটের কথা! বিস্ময়ের সংগে বলল, আবদুল মুত্তালিব, আপনি না দেশের সরদার, কা'বা ঘর দেখাশোনার দায়িত্ব না আপনার? কিন্তু এই ঘরের ব্যাপারে তো কিছুই বললেন না।

আবদুল মুত্তালিব শান্তভাবে জবাব দিলেন, উটগুলো আমার। আমি ওগুলোর মালিক। তাই আমি উটগুলো ফেরত চাইছি।

ঃ আপনি কি জানেন, আমরা কা'বা ঘর ধ্বংস করতে এসেছি?

ঃ হ্যাঁ, আমরা সে কথা শুনেছি। কিন্তু আমরা তো কা'বার মালিক নই। আমরা তো দেখাশোনা করি মাত্র। এই ঘরের মালিক তো আল্লাহ্। তিনিই এই ঘর হিফাজত করবেন।

ঃ ঠিক আছে। আপনি আপনার আল্লাহ্কে তৈরী থাকতে বলুন। জানিয়ে দিন যে, আবরাহার বাহিনী এখনই কা'বার দিকে যাত্রা করবে।

আবদুল মুত্তালিব মৃদু হেসে বলেন, দেখুন, আজ থেকে হাজার হাজার বছর পূর্বে এই ঘর নির্মিত হয়েছে। কত লোক এল। কত রাজা গেল! কিন্তু আল্লাহ্ এই ঘরের ওপর কাউকে চড়াও হতে দেন নি।

মুত্তালিবের কথা শুনে আবরাহার ভীষণ রাগ হল। দাঁত কিড়মিড় করে বলল, ওহে কুরায়েশ সরদার, তুমি দেখে নিও। কা'বা ধ্বংস না করে আমিও দেশে ফিরব না।

ডর নেই, ভয় নেই। আবদুল মুত্তালিব অকপটে বলে যাচ্ছেন সমস্ত কথা। তাঁর কথার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে অসীম সাহস ও বীরত্ব। আবদুল মুত্তালিব বললেন– দেখুন, এটা আপনার সংগে কা'বা ঘরের মালিকের ব্যাপার। এখানে আমার কিছু বলার নেই। কিছু শোনারও নেই। আপনি আমার উটগুলো ফেরত দিন।

www.amarboi.org

এতক্ষণে আবরাহার ভুল ভাঙল। তার মনে হল, আবদুল মুত্তালিব সত্যই একজন বীর পুরুষ। অন্য দু'চারজন সরদার থেকে তিনি সম্পূর্ণ আলাদা। আবরাহা আর কথা বাড়াল না। মুচকি হেসে বলল, এ যাত্রায় কা'বা ঘর নিপাত যাবে। তোমাদের আল্লাহ্ এবার হেরে যাবে আমার কাছে।

আব্দুল মুত্তালিবকে বিদায় দিয়ে আবরাহা চলে এল নিজের তাঁবুতে। বিদায় কালে উটগুলো ফেরত দিয়ে দিল।

সঙ্গী সাথীদের হুকুম দিল তৈরী হতে। ঘোষণা দিল যে, আর বিলম্ব নয়। এখনই ছুটতে হবে কাবার দিকে।

কাবার দুয়ারে মুত্তালিব

সামনে বড় বিপদ। এখনই পরামর্শ সভায় বসতে হবে। আবদুল মুত্তালিব তাড়াতাড়ি চলে এলেন নিজের কওমে। সঙ্গী সাথী সবাইকে ডাকলেন। খবর পেয়ে সবাই ছুটে এল তাঁর বাড়িতে। বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম প্রস্তাব দিল। প্রস্তাবের বিপক্ষে পাল্টা প্রস্তাব এল। অবশেষে ঠিক হল, কারও মক্কায় থাকা চলবে না। পুত্র–পরিজন নিয়ে সবাই গিয়ে আশ্রয় নিবে পাহাড়ের কোলে। আবরাহা না যাওয়া পর্যন্ত লুকিয়ে থাকবে সেখানে।

. দল বেঁধে সবাই চলল পাহাড়ের দিকে। যে যা পারল সংগে নিয়ে নিল। পেছনে পড়ে রইল সাজানো ঘরবাড়ি, তিল তিল করে অর্জন করা বিষয় সম্পদ। বার বার তারা পেছনে ফিরে তাকায়। সম্পদের মায়ায় মনটা কেঁদে কেঁদে ওঠে। মনে মনে ভাবে, এতদিনের এত আয়োজন, এত পরিশ্রম–সবই কি মিছে? কী দরকার ছিল এত ঘরবাড়ি, বিষয় সম্পদের? না আমরা পারলাম ধরে রাখতে, না সম্পদ পারল আমাদের বাঁচাতে।

www.amarboi.org

দল বেধে সবাই চলল পাহাড়ের দিকে

www.amarboi.org

সবাইকে মক্কার বাইরে পাহাড়ের দিকে পাঠিয়ে দিয়ে আবদুল মুত্তালিব এগিয়ে গেলেন কা'বা ঘরের দিকে। সংগে গেলেন মক্কার অন্যান্য নেতারা। দুঃখে ক্ষোভে আবদুল মুত্তালিবের প্রাণ কেঁদে ওঠে হুহু করে। লজ্জায় অপমানে মাথা নুয়ে আসে। কিন্তু কিই বা তাঁর করার আছে? আবরাহার সংগে বোঝাপড়ার শক্তি তাঁর কোথায়?

কা'বার দরজা ধরে তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে মুনাজাত করলেন। অন্যান্যদের সংগে হাত তুলে বললেন– হে আল্লাহ্, যে এই ঘরের শত্রু সে তোমারও শত্রু। আবরাহা যেন জয়ী হতে না পারে। আবরাহার মুকাবিলায় আমি তোমাকে ছাড়া আর কারও ওপর ভরসা রাখি না। শত্রুর হাত থেকে কা'বাকে হিফাযত কর। আমাদের জনবসতি রক্ষা কর।

আবদুল মুত্তালিব কা'বার দুয়ার ছেড়ে নেমে এলেন সদর রাস্তায়। মক্কায় কোথাও কোন জনমানব নেই। সব লোক শহর ছেড়ে চলে গেছে নিরাপদ আশ্রয়ে। রাস্তা–ঘাট বাড়িঘরগুলো কেমন যেন খাঁ খাঁ করছে! গোটা শহরটা পরিণত হয়েছে নিঝুম পুরীতে। আবদুল মুত্তালিব নিরিবিলি পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছেন পাহাড়ের দিকে। নেতারাও হেঁটে চলেছেন তাঁর পেছনে পেছনে। উট–ঘোড়াগুলোও যেন দুর্যোগের কথা বুঝতে পারে। উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মনিবদের চলে যাওয়া পথের দিকে।

www.amarboi.org

যে কথা ভোলা যায় না

এ সময়ে কা'বা ঘরে ৩৬০টি মূর্তি ছিল। এদের মধ্যে হোবল, লাত, মানাত ছিল প্রধান। এই মূর্তিগুলো ছিল কুরাইশদের দেবতা।

দেবতাদের তারা খুবই ভক্তি করত, শ্রদ্ধা করত। সকাল-বিকাল এগুলোর পায়ে মাথা ঠেকাত। আরবের লোকেরা ভাবত, এই দেবতাদের প্রচুর ক্ষমতা, অপরিসীম তাদের শক্তি। দেবতারা এমনিতে চুপচাপ থাকে। ভাবটা এমন যে, এরা কিছুই বোঝে না, কিছুই জানে না। আসলে ব্যাপারটা কিন্তু উল্টো। দুনিয়ায় এদের অসাধ্য কিছুই নেই। এই দেবতারা সুখ দেয়। বিপদ দেয়। দেবতাদের খুশী রাখতে পারলে আর কোন অসুবিধা নেই। সারাটা জীবন কাটিয়ে দেয়া যায় আরামে ও আনন্দে।

কিন্তু চরম বিপদের সময়ে, আবরাহার আক্রমণের মুখে তারা ভুলে গেল দেবতাদের কথা। একবারও দেবতাদের কথা তাদের মনে এল না। কা'বা ঘরের দরজা ধরে বার বার তারা বলতে লাগল, 'হে আল্লাহ্, হে রব, হে মালিক! তোমাকে ছাড়া কারও ওপর আমরা ভরসা করি না।' অথচ একবারও দেবতাদের কথা তাদের স্মরণে এল না। ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে এসব কথা।

কখনো কখনো আমরাও কোরেশদের মত হয়ে যাই। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশীদের মানি দেবতার মত। নিজের অজান্তেই তাদের বসিয়ে দিই দেবতার আসনে। অনেক সময় বলি, আপনি একমাত্র ভরসা। আপনার জোরেই তো বেঁচে গেলাম। আপনি ছাড়া আমাদের আর কে আছে? আপনি না দেখলে আমাদের আর কে দেখবে?

এসবই কিন্তু আমরা ভুল করে বলি। বড় রকমের বিপদ এলে এই ভুল ভাঙে। তখন আমরা ভুলে যাই এদের কথা। এমন কি বাবা-মা-ভাই-বোনের কথাও মুখে আসে না। মনের কোণে তখন জেগে ওঠে আল্লাহ্র ওপর নির্ভর করার কথা। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন উছিলা মাত্র। আল্লাহ্কে হাজির নাজির জেনেই আমাদের কথা বলা উচিত, কাজ করা উচিত।

www.amarboi.org

দেবতার পায়ে মাথা ঠেকাও

www.amarboi.org

কাবা আক্রমণ ঃ হাতি নিয়ে বিপদ

আর কিছুক্ষণ পরেই আবরাহার বাহিনী মক্কা আক্রমণ করবে। দখল করে নেবে সারা দেশটা। ধ্বংস করে ফেলবে কা'বা ঘর। সফল হবে তাদের দীর্ঘদিনের অভিযান। – সৈনিকদের তখন সে কী আনন্দ। চারদিকে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। দেখতে দেখতে তৈরী হয়ে গেল সৈনিকেরা। গুটিয়ে নিল তাদের সমস্ত মাল–সামানা লাইন ধরে এসে দাঁড়াল খোলা ময়দানে। সেনাপতি আবরাহা আছে সবার সামনে।

খৃষ্টান বাহিনী যাত্রা শুরু করল। ধূলাবালি উড়িয়ে তারা এগিয়ে চলল ঝড়ের বেগে। আর খানিকটা পথ গেলেই তারা পৌঁছে যাবে মক্কার সীমানায়।

চলতে চলতে আবরাহার হাতিটি হঠাৎ করে বসে পড়ে। চমকে ওঠে আবরাহা–এক রাশ প্রশ্ন এসে জড়ো হয় তার মনের কোণে। ব্যাপার কি? হাতির পা কি বসে গেছে বালুর মধ্যে? ছুটতে গিয়ে পাথরের সংগে চোট লাগেনি তো! জখম হয়নি তো কোথায়? নাকি হাতিটি খুবই ক্লান্ত?

আবরাহা হাতিটিকে ভালভাবে পরখ করে দেখে। সবই তো ঠিক আছে। ভাঙেনি, জখম হয়নি কোথাও। কিন্তু হাতিটি অমন করে বসে পড়ল কেন?

বিস্ময় ভরা চোখে আবরাহা এদিক–ওদিক তাকায়। আবরাহা অনেক ভাবে হাতিটাকে ওঠানোর চেষ্টা করে। আরও দু'চারজনে এসে যোগ দেয় তার সংগে। তারাও চেষ্টা করে, হাতিটিকে শুড়শুড়ি দেয়, পিঠ চাপড়ায়, চাবুক মারে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। হাতিও এই যে বসেছে আর ওঠে না! একটু নড়াচড়াও করে না।

বিরক্ত হয়ে আবরাহা নেমে আসে হাতির পিঠ থেকে। ততক্ষণে আরেকজন এসে দাঁড়ায় হাতির সামনে। একটু ধাক্কা দিতেই হাতিটি বাম দিকে মুখ করে দেয় ছুট। খুশীর চোটে সৈন্যরা হা–হা বলে চীৎকার দেয়। আবরাহার ঠোঁটের কোণে ভেসে ওঠে তৃপ্তির হাসি।

www.amarboi.org

খুশীর আমেজ কেটে যেতে না যেতেই সবার চোখে মুখে আবার দেখা দিল বিষাদের ছায়া। হাতিকে একটু কেবলা মুখ করতেই সে ধপ করে বসে পড়ে। ধাক্কা দেওয়া, চাবুক লাগান, গায়ে পিঠে হাত বুলান কোনটাই কাজে এল না। হাতিটি বসে আছে তো বসেই আছে। এদিক–ওদিক একটুও নড়ে না, মাথাও তোলে না।

কিন্তু হাতির মাথা ডান দিকে ঘোড়াতেই সে উঠে দাঁড়ায়। সামনের দিকে এক পা দু'পা এগিয়েও যায়। আবরাহা দেখল, হাতি ডানে বামে পিছনে সব দিকে যেতে রাজী। কা'বার দিকে যেতেই তার যত আপত্তি। কোনভাবেই হাতিকে বাগে আনা যাচ্ছে না। আবরাহা অস্থির হয়ে পড়ে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে।

এই যে বসেছে আর উঠল না

www.amarboi.org

আবরাহা বাহিনীর করুণ পরিণতি

সবাই যখন আবরাহার হাতি নিয়ে ব্যস্ত, ঠিক তখনই আকাশ থেকে ঝরতে থাকে পাথরের টুকরো। আকারে বুটের ডালের মত। পাথর তো নয়, যেনো এক একটি বুলেট। সেই পাথর–টুকরোর আঘাতেই অস্থির হয়ে পড়ে সৈন্যরা । সারা বাহিনীতে পড়ে যায় তুমুল সোরগোল। পাথরের টুকরো গায়ে লাগলেই সারা শরীরে জ্বালা ধরে। মনে হয় কে যেন কেরোসিন ছিটিয়ে গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে!

www.amarboi.org

আবরাহার বাহিনীর করুণ পরিণতি

www.amarboi.org

কারো কারো সারা শরীরে ফোস্কা পড়ে গেল। যেন গুটি বসন্ত হয়েছে। চোখের পলকে ফোস্কা ওঠে পেকে গেল। সমস্ত শরীর পুঁজে ড্যাবড্যাব করতে লাগল।

পাথরের কুচি যেখানে লাগে সেখানেই চুলকায়। চুলকাতে চুলকাতে চামড়া ওঠে যায়। রক্ত বের হয় দরদর করে। যন্ত্রণায় সৈন্যরা গরম বালুর ওপর গড়াগড়ি খায়। তবু চুলকানি থামে না। পাথরের আঘাতে কারো কারো গায়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। দেখতে দেখতে ক্ষতে পচন লাগে। এমনকি হাড় পর্যন্ত বেরিয়ে যায়। সৈনিকরা আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে, তাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ছিল যে পাখিগুলো, ওদেরই ঠোঁটে, পায়ে রয়েছে পাথর। পাখিগুলো ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ উড়ছে আর পাথর ফেলছে সৈনিদকের ওপর। পাথর ফেলা শেষ হলেই পাখিরা উড়ে যায় দূরের আকাশে।

সৈনিকরা দেখল–আশে পাশে আর কোথাও পাথর বৃষ্টি নেই। বাহিনীর লোকেরা দাঁড়িয়ে আছে যেখানে, ঠিক সেখান দিয়েই ঘটে যাচ্ছে এতসব কাণ্ড। সৈন্যরা লাইন ছেড়ে দিয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে। খোলা মাঠের মধ্য দিয়ে যে যেদিকে পারে দিল ছুট। কিন্তু পালিয়ে যাবেটা কোথায়? আবাবিল পাখিও উড়ে যায় তাদের পিছু পিছু। সৈন্যকে তাক করে একটি মাত্র পাথর ফেলে। অমনি শুরু হয় যন্ত্রণা। বসে পড়ে বা দাঁড়িয়ে থেকে চীৎকার দিয়ে কাঁদতে থাকে।

www.amarboi.org

আবরাহার পলায়ন

সামনের সারিতে থেকে আবরাহা এসব কিছুই টের পেল না। সৈনিকদের ছোটাছুটি আর চীৎকার শুনে তার ভীষণ রাগ হল। এমনিতেই হাতিকে বাগে আনা যাচ্ছে না, তারপর আবার সৈন্যদের বিশৃঙ্খলা–কত আর সহ্য করা যায়? আবরাহা চীৎকার করে, হুংকার ছাড়ে। সৈন্যদের সাবধান করে দেয়। ফাসিকাষ্ঠে ঝোলানোর ভয় দেখায়, কিন্তু কে শুনে কার কথা? তখন যে সবারই প্রাণ যায় যায় অবস্থা।

পাথর বৃষ্টি শুরু হয়েছিল পেছন থেকে। আস্তে আস্তে তা এগিয়ে এল সামনের দিকে। মাঝামাঝি জায়গায় আসতেই আবরাহার ভুল ভাঙল। বুঝল–তার ওপর নেমে এসেছে আসমানী বিপদ। বাহিনীর মধ্যে লেগেছে মড়ক। এখানে থাকলে আর রক্ষা নেই। মড়কে তাকেও পেয়ে বসবে। মক্কা জয়ের সমস্ত চিন্তা–ভাবনা মুছে গেল আবরাহার মন থেকে। মাথাটা ঘুরছে ভোঁ ভোঁ করে। হাত পা কাঁপছে ঠক ঠক করে। চারদিকে যেন অন্ধকার হয়ে আসছে। আর বিলম্ব নয়, এখনই তাকে আবর ছেড়ে পালাতে হবে। চলে যেতে হবে বহু দূরে। কিন্তু কোন্ পথে সে যাবে? পথ ঘাট সবই যে ভুলে গেছে। পিছন ফিরে তাকাতেই চোখে পড়ল নুফাইলকে। হতাশার সুরে বলল, ইয়েমেনের রাস্তা কোন্‌টি?

নুফাইলের দৃষ্টি তখন আবরাহার বাহিনীর ওপর। এক হাজার দু'হাজার নয়, ৬০ হাজার সৈন্য রয়েছে আবরাহার সংগে। অগণিত তার হাতি–ঘোড়া, ঢাল–তলোয়ার। অথচ এই ছোট পাখি আবাবিলের মুকাবিলায় তারা এক মূহূর্তের জন্যও দাঁড়াতে পারছে না। গোটা বাহিনী ছারখার হয়ে যাচ্ছে সামান্য পাথর কুচির আঘাতে। সেনাপতি আবরাহার পাশে দাঁড়িয়ে নুফাইল সে দৃশ্য দেখছিল। আবরাহার কোন কথা তার কানে গেল না।

আবরাহা আবার বলল, এ পথেই তো আমরা এসেছি–তাই না?

নুফাইল এবারও কোন সাড়া দিল না।

www.amarboi.org

আবরাহা অস্থির হয়ে পড়ল। এদিকে মড়ক অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। সামনের সারিগুলোর ওপর পাথর কুচি পড়তে শুরু করেছে। আবরাহা মিনতির সুরে বলল, কি ভাই নুফাইল! অমন করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? বল না ইয়েমেন যেতে হবে কোন পথে?

নুফাইল শান্তভাবে বলল, গায়ের জোরে তুমি আমাদের পিছু হটিয়েছিলে। কিন্তু আল্লাহ্‌র আজাবের মুকাবিলা করবে কিসের জোরে? এখান থেকে পালিয়ে তুমি যাবে কোথায়?

নুফাইলের কথায় আবরাহার ভীষণ রাগ হল। কিন্তু প্রতিশোধ নেয়ার সময় নেই। সে হাতি ঘুরিয়ে দিল ছুট। তীরের বেগে হাতি ছুটে চলল ইয়েমেনের দিকে। আবরাহার আর তর সইছে না। চোখের পলকে সে পৌঁছে যেতে চায় রাজধানী সানায়। শপাং শপাং শব্দে সে চাবুক মারতে থাকে হাতির পিঠে–পাঁজরে।

আশেপাশে যারা ছিল তারাও ছুটল আবরাহার পেছনে পেছনে। কয়েকটি পাখিও উড়ে চলল তাদের মাথার ওপর দিয়ে। পাথর কুচি ফেলল সৈন্যদের তাক করে। সৈন্যদের কেউ কেউ হাতির পিঠে থেকেই মারা গেল। ধুলার ধরণীতে গড়াগড়ি গেল তাদের মৃতদেহ। কেউ আবার নীচে পড়ে গিয়ে কাতরাতে লাগল। সেনাপতি আবরাহা বেশী দূর যেতে পারল না। হঠাৎ একটি পাথরের কণা এসে লাগল তার গায়ে। অসহ্য যন্ত্রণায় সে চীৎকার দিয়ে উঠল। অসাড় দেহ হাতির পিঠ থেকে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

আবরাহা মরে গেছে। মরে গেছে হাজার হাজার সৈন্য। কোথাও আক্রমণকারীদের নাম নিশানা নেই। কা'বার বিপদ কেটে গেছে। মক্কা এখন স্বাধীন। অল্প সময়ের মধ্যে খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মক্কাবাসীরা পাহাড়–পর্বত ছেড়ে ফিরে এল লোকালয়ে। সাধারণ লোকেরা ফিরে গেল যার যার ঘরে। কবিরা লিখল নানান কবিতা। দলপতিরা গিয়ে মাথা ঠেকাল কা'বার দুয়ারে।

www.amarboi.org

পালিয়ে তুমি যাবে কোথায়? অসাড় দেহ গড়িয়ে পড়ে মাটিতে

www.amarboi.org

এই সময়ে কা'বা ঘরে ৩৬০টি মূর্তি ছিল। মক্কাবাসীরা সকালে বিকালে এই দেবতাদের পায়ে মাথা ঠেকাত। তারা ভাবত, অপরিসীম ক্ষমতা এই দেবতাদের। দুনিয়াতে যা কিছু হয় দেবতাদের ইচ্ছামত হয়। কিন্তু আবরাহার এই ঘটনার পর দেবতার কথা সবাই ভুলে গেল। তাদের মনের পর্দায় ভেসে উঠল এক আল্লাহ্‌র ধারণা। খুশীর চোটে নেতারা বলে উঠল– পাখিগুলো দেখে আমরা আল্লাহ্‌র শোকর করেছি।

ঃ ওঠো, তোমার আল্লাহ্‌র বন্দেগীতে লেগে যাও।

আরববাসীদের মধ্যে বেশ কিছুদিন এই ধারণা চলতে থাকল। তারা সব সময় আল্লাহ্‌র ইবাদত করত। কথায় কথায় আল্লাহ্‌র নাম মুখে আনত। আল্লাহ্‌র নামে কসম করত। এই সময়ে পূজার ঘরে কেউ বাতি জ্বালাত ন।। কা'বা ঘরের বড় বড় মূর্তির পায়ে কেউ মাথা ঠেকাত না। ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে এসব কথা।

এই ঘটনাটি ঘটেছিল ৫৭০ খৃষ্টাব্দের মুহররম মাসে। আবরাহার কা'বা আক্রমণের ঘটনাটি মানুষের মনে এতখানি দাগ কাটে যে এ বছরটিকে তারা হস্তিবর্ষ হিসাবে আখ্যায়িত করে। সে বছরেই ধরার বুকে রহমতের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)–এর আবির্ভাব ঘটে। কারও কারও মতে এই ঘটনাটি ঘটে রাসুল (সাঃ)–এর জন্মের ঠিক ৫০ দিন পূর্বে।

www.amarboi.org

কুরআনের শিক্ষা

কা'বা আল্লাহ্‌র ঘর। আদম (আঃ)–এর সৃষ্টির পূর্বেই তিনি তৈরী করেছিলেন এই পবিত্র ঘর। যারা এই ঘরের বিরোধিতা করে তারা আল্লাহ্‌র শত্রু। আল্লাহ্ তাঁর শত্রুদের কখনও রেহাই দেন না। আল্লাহ্ দুনিয়াতে আমাদের অনেক অনেক নিয়ামত দিয়েছেন। আমাদের ওপর কতগুলো আদেশ নিষেধ জারি করেছেন। যারা এই নিয়ামতের অপচয় করে, অমান্য করে তাঁর আদেশ ও নিষেধ, তারা জালিম ও অভিশপ্ত। আল্লাহ্ এই ধরনের বেয়াদবী পছন্দ করেন না। তিনি জালিমদের কঠিন হাতে শাস্তি দেন। দুনিয়ার কোন শক্তি তা প্রতিরোধ করতে পারে না। আবরাহার বিরাট বাহিনীর করুণ পরিণতির মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ এই শিক্ষা আমাদের জন্য রেখেছেন।

www.amarboi.org

তোমরা আল্লাহর বন্দেগীতে লেগে যাও

www.amarboi.org